যুগান্তর

তারিখ 03 FEB 2015
পৃঃ ১৬ কলাম ২

গফরগাঁও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ

তফাজ্জল হোসেন, *গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) থেকে*

ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের মধ্যে সরকারি নীতিমালা লংঘন করে বদলি বাণিজ্য, ডিপিইএড প্রশিক্ষণে টাকার বিনিময়ে পছন্দের শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রেরণ, সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের খাবারের টাকা আত্মসাৎ, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের টাকা কম দেয়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামত কাজ থেকে শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায়সহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, ২০১৪ সালের ১৯ জুন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান গফরগাঁওয়ে বদলি হয়ে আসেন। গফরগাঁও কর্মস্থলে যোগ দেয়ার পর থেকে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জিম্মি করে রাখেন। কারণে-অকারণে শিক্ষকদের বদলির ভয় দেখিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করে।

এ প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের খাবার ভাতা বাবদ ২৪০ টাকা, উপকরণ বাবদ ৩০ টাকা করে বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের ২৪০ টাকার স্থলে ২০০ টাকা এবং উপকরণ বাবদ ৩০ টাকার স্থলে ৪ টাকা মূল্যের বলপেন ও ৫ টাকা মূল্যের একটি খাতা প্রদান করে বাকি টাকা আত্মসাৎ করেন।

এছাড়াও প্রশিক্ষণ শেষে একটি সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে প্রদর্শনী পাঠ দেয়ার বিধান রয়েছে। আর পাঠ প্রদর্শনীর একজন শিক্ষকের জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে ৪০০ টাকা এবং খাবার ভাতা হিসেবে ২৪০ টাকা করে মোট ৬৪০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উপজেলার ৪২টি সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৮৪ জন শিক্ষক প্রদর্শনী পাঠদানের সরকারি নির্দেশনা থাকলেও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার

> সরকারি নীতিমালা লংঘন করে বদলি বাণিজ্য

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষকদের প্রদর্শনী পাঠ না করিয়ে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে গফরগাঁওয়ে শিক্ষকদের বদলি কার্যক্রম শুরু হয়।

জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বদলি করার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, অফিস সহকারী মোমেনা খাতুনের যোগসাজশে সরকারি বিধান লংঘন করে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে কনিষ্ঠ শিক্ষকদের সুবিধামত স্কুলে বদলি করেন।

শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রেও রয়েছে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদকে কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ।

এতে ফাইল প্রতি শিক্ষা অফিসারকে ১ হাজার টাকা এবং অফিস সহকারী মোমেনা খাতুনকে ৫শ' টাকা করে ঘুষ গুনতে হয় শিক্ষকদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন, সরকারি কোনো পরিপত্র না থাকা সত্ত্বেও উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান গফরগাঁও কর্মস্থলে যোগদানের পর মডেল টেস্ট পরীক্ষার নামে পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় ৯ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৪০ টাকা করে পরীক্ষার ফি বাবদ বিপুল অংকের টাকা আদায় করেন। প্রতি পরীক্ষার্থীর খাতা বাবদ ১৫ টাকা ও প্রশ্নপত্র বাবদ ৫ টাকা খরচ করে আদায়কৃত বাকি টাকা লোপাট করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও শিক্ষা কমিটির সভাপতি আশরাফ উদ্দিন বাদলের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে একাধিক মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি, লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী অফিসের দাফতরিক কাজকর্ম করা হচ্ছে।